রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ১০, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
অপারেশন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ মে, ২০১৬

নং ২৮.০০.০০০০.০২৭.৩৮.০০৬.১৬-১৭৭—এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন নীতিমালা, ২০১৬ প্রজ্ঞাপনটি এতদ্‌সঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের নীতিমালা, ২০১৬

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও জীবাশ্ম জ্বালানির সীমিত মজুদের বিষয় বিবেচনায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্বালানি সমস্যা সমাধানে এলপিজি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও সম্ভাবনাময় উৎস। বিদ্যমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহস্থালি রান্নার জ্বালানি, অটোমোবাইলের জ্বালানি, ক্ষুদ্র শিল্পের জ্বালানি এবং কেমিক্যাল ও প্রসেস ইন্ডাস্ট্রির কাঁচামাল হিসেবে এলপি গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণ, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন বিধায় এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

১। এ নীতিমালা **"এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন নীতিমালা, ২০১৬"** নামে অভিহিত হবে।

২.০। এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রাথমিক অনুমোদন পদ্ধতি

২.১। সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এলপিজি আমদানি, রপ্তানি, এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন করতে পারবে না।

মূল্য : টাকা ১২.০০

২.২। এলপিজি আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনাপত্তি এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২.৩। সরকার কোন অনুমোদিত এলপিজি বটলিং কোম্পানিকে তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বোতলজাত এলপিজি বা বাল্ক আকারে এলপিজি বিদেশে রপ্তানি করার অনাপত্তি প্রদান করবে।

২.৪। সরকার প্রয়োজন মনে করলে কোন অনুমোদিত এলপিজি কোম্পানিকে এলপিজি বাজারজাতকরণের জন্য সমগ্র বাংলাদেশ বা কোন বিশেষ অঞ্চল নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

২.৫। সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বা কোন শর্ত ভঙ্গের জন্য সরকার প্রয়োজন মনে করলে প্রচলিত বিধি অনুসরণ করে এলপিজি প্ল্যান্ট বা কোম্পানির অনুমোদন বাতিল করতে পারবে।

২.৬। কোন এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট বা কোম্পানি তাদের নিজস্ব সিলিন্ডার ছাড়া অন্য কোন প্ল্যান্ট বা কোম্পানির সিলিন্ডারে গ্যাস বোতলজাত (ক্রস ফিলিং) করে বিতরণ ও বিপণন করতে পারবে না। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মতিক্রমে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লিখিত পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে এ জাতীয় ক্রস ফিলিং করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ঐ সকল সিলিন্ডারের দায়-দায়িত্ব সম্মতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর বর্তাবে।

২.৭। সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) প্রদত্ত সেবার জন্য ফি নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.০। এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রাথমিক অনুমোদনের শর্তাবলি

৩.১। সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এলপিজি আমদানি, রপ্তানি, এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন করতে পারবে না।

৩.২। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবিত বটলিং প্ল্যান্টের কাঁচামাল (বাল্ক এলপিজি) আমদানি বা স্থানীয়ভাবে সংগ্রহে সক্ষমতা থাকতে হবে।

৩.৩। প্রস্তাবিত এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট আবাসিক ও জনবহুল এলাকায় স্থাপন করা যাবে না।

৩.৪। এলপিজি আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকের নিকট থেকে এলপিজি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহন অবকাঠামো থাকতে হবে, বিস্ফোরক আইনের শর্ত/নির্দেশনা অনুযায়ী এলপিজি মজুদ ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বটলিং প্ল্যান্ট পরিচালনার জন্য উপযুক্ত স্থানে প্ল্যান্ট স্থাপন করতে হবে।

৩.৫। এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের প্রণীত এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪; গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ ও গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩.৬। প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, বিনিয়োগ বোর্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই), বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)-সহ সরকারের বিধিবদ্ধ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন/লাইসেন্স নিতে হবে। লাইসেন্স গ্রহণের পর এলপিজি বটলিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের অনুমতি গ্রহণপূর্বক বিপিসি এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

৩.৭। এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান/প্রচলিত বিধি-বিধান এবং ভবিষ্যতে প্রণীত সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি/নীতিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩.৮। প্রাথমিক অনুমতি প্রাপ্তির ১৮(আঠারো) মাসের মধ্যে আবেদনকারী/প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/ছাড়পত্র সংগ্রহপূর্বক প্ল্যান্ট স্থাপনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিপিসি এর নিকট আবেদন করতে হবে। যৌক্তিক কারণে উল্লিখিত শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সরকার ৬(ছয়) মাস সময় বৃদ্ধি করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, বর্ধিত ৬(ছয়) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাথমিক অনুমতি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩.৯। ইতঃপূর্বে জারিকৃত "বেসরকারি পর্যায়ে আমদানি নির্ভর এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমোদন পদ্ধতি, ২০১১" বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত বাতিলকৃত নীতিমালা দ্বারা এ নীতিমালা জারির পূর্বদিন পর্যন্ত সম্পাদিত সকল কার্যক্রম বৈধ মর্মে গণ্য হবে।

৩.১০ প্রস্তাবিত এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট হতে সরবরাহকৃত গ্যাস কোন শ্রেণি/ধরনের ভোক্তাদের সরবরাহ করা হবে তা' সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে আবেদন করতে হবে।

৪.০। এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রাথমিক আবেদন প্রক্রিয়া

আবেদনকারী/উদ্যোক্তাগণ অনুচ্ছেদ ৩.০ এ বর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ ফরম-ক (সংযুক্তি-১) এর মাধ্যমে বিপিসিতে আবেদন করবে:

(ক) প্রকল্প প্রস্তাব (Project Proposal/Project Proforma);

(খ) প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের উপর একটি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন (Feasibility Study Report);

(গ) প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত জমির মালিকানা সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রমাণপত্র (চুক্তি/বায়নাপত্র/দলিল ইত্যাদি);

(ঘ) আর্থিক সক্ষমতার প্রত্যয়নপত্র (Bank Solvency Certificate);

(ঙ) ট্রেড লাইসেন্স এর সত্যায়িত ফটোকপি;

(চ) আয়কর নিবন্ধনের (e-TIN) সত্যায়িত ফটোকপি;

(ছ) ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন ও মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যাল্‌স অব এসোসিয়েশন;

(জ) গেজেটেড সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক আবেদনকারীর (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্ত্বাধিকারীর) সদ্যতোলা ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;

(ঝ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধের চালান/ব্যাংক ড্রাফট; এবং

(ঞ) সরকার/কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য যে কোন কাগজপত্র।

৫.০। অনুচ্ছেদ ৩.০ এ বর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণে অনুচ্ছেদ ৪.০ এ বর্ণিত কাগজপত্রসহ আবেদন প্রাপ্তির পর বিপিসি আবেদনের বিষয়ে সরেজমিন যাচাইপূর্বক একটি প্রতিবেদন/সুপারিশ ১(এক) মাসের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করবে। উক্ত প্রতিবেদন/সুপারিশ বিশ্লেষণ করে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনকারীর অনুকূলে প্রাথমিক অনুমতি প্রদান করবে।

৬.০। এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের চূড়ান্ত অনুমোদন পদ্ধতি

৬.১। চূড়ান্ত অনুমতির আবেদন

৬.১.১। চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার লক্ষ্যে আবেদনকারী ব্যক্তি/উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে এলপিজি আমদানি/সংগ্রহের পরিমাণ, পরিবহন ব্যবস্থা, এলপিজি বটলিং, বিপণন, বিনিয়োগ, আয়/ব্যয়, প্ল্যান্টের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি উল্লেখসহ এলপিজি আমদানি হতে বিপণন পর্যন্ত পর্যায়সমূহের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখপূর্বক বিপিসি-তে আবেদন করতে হবে।

৬.২। চূড়ান্ত অনুমতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করতে হবে

(ক) প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির মালিকানা সংক্রান্ত চূড়ান্ত চুক্তিপত্র বা দলিল (নামজারিসহ);

(খ) আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Financial & Economic Analysis) সম্বলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প প্রস্তাব (Project Proposal/Project Proforma);

(গ) প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের লে-আউট প্লান (Lay-out Plan);

(ঘ) প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমতিসহ সরকারের বিধিবদ্ধ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন/লাইসেন্স/ছাড়পত্র এবং বিইআরসি এর লাইসেন্স; এবং

(ঙ) কারিগরি জনবলের তথ্যাদি।

৭.০। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে

৭.১। স্থাপিত প্ল্যান্টে এলপিজি সিলিন্ডারের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত পরীক্ষাগার (Laboratory) থাকতে হবে;

৭.২। স্থাপিত প্ল্যান্টে এলপিজি'র গুণগত মান পরীক্ষার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্বলিত Laboratory থাকতে হবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি, বিএসটিআই এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্তৃপক্ষ এলপিজি'র গুণগত মান পরীক্ষা করতে পারবে;

৭.৩। The American Society of Mechanical Engineers (ASME) এর Code 15 অনুযায়ী প্ল্যান্টে স্থাপিত এলপিজি স্টোরেজ ট্যাংক এর উপর পানি স্প্রে করার ব্যবস্থা থাকতে হবে;

৭.৪। এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪; National Fire Protection Association (NFPA) এর Code 58; (ASME) কর্তৃক স্থিরকৃত Code/Standard এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত (হালনাগাদ) প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোড ও স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে প্রেসার ভেসেল ও ফিলিং মেশিনারীসহ সকল যন্ত্রপাতি আমদানি, প্রস্তুত, স্থাপন ও পরিচালনা করতে হবে;

৭.৫। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় প্ল্যান্ট পরিদর্শন করতে পারবে এবং পরিদর্শনকালে যাচিত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে;

৭.৬। এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্রান্ডের সিলিন্ডার ব্যবহার করতে হবে এবং সিলিন্ডারের ভাল্‌ভ এর সাইজ ও গায়ের রং সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। বিস্ফোরক আইনের শর্তানুযায়ী সিলিন্ডারের যাবতীয় তথ্যাদি সিলিন্ডারের কলারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এছাড়া, বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত নাম সিলিন্ডারের উপরের অংশে Emboss, কলারে Piercing (window cut) এবং ভাল্‌ভ এর গায়ে খোদাই (Engrave/Emboss) করে লিখতে হবে;

৭.৭। আগ্রহী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক কোড ও স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নির্ধারিত মান ও পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে এলপিজি সিলিন্ডার প্রস্তুত/আমদানি করতে পারবে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর প্রস্তুতকৃত/আমদানিকৃত সিলিন্ডারের গুণগত মান যে কোন সময় পরীক্ষা করতে পারবে; এবং

৭.৮। প্রাথমিক অনুমতিপত্রের শর্তাদিসহ প্ল্যান্ট স্থাপন, পরিচালনা, বিনিয়োগ এবং এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৮.০। আবেদনকারী/উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৬.০ এ বর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিলের পর বিপিসি এ সকল কাগজপত্রাদি এবং অনুচ্ছেদ ৭.০ এ বর্ণিত শর্তাবলি প্রতিপালনের বিষয়াদি সরেজমিন যাচাইপূর্বক ২১ দিনের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী এলপিজি আমদানি, বোতলজাত ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী/প্রতিষ্ঠানের সাথে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে একটি চুক্তি সম্পাদন করবে–যা এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন, এলপিজি বোতলজাত ও বাজারজাতকরণের চূড়ান্ত অনুমতি বলে বিবেচিত হবে।

৯.০। এই প্রজ্ঞাপন গেজেট প্রকাশের তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাজিমউদ্দিন চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

ফরম-'ক'

আবেদন ফরম

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন

ক্রমিক নং	বর্ণনা	
১।	কোম্পানির নাম	
২।	আবেদনকারীর নাম, পদবি এবং জাতীয়তা	
৩।	ঠিকানা	
৪।	প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান ক) গ্রাম/রাস্তা/ব্লক/সেক্টর খ) ডাকঘর গ) উপজেলা/থানা ঘ) জেলা ঙ) জমির পরিমাণ	
৫।	**সংযুক্তি** ক) প্রকল্প প্রস্তাব/প্রোফর্মা খ) জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র গ) আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণপত্র ঘ) ২ কপি সত্যায়িত ছবি ঙ) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি চ) আয়কর সনদ/ই-টিআইএন ছ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি (ব্যক্তি আবেদনকারীর জন্য) জ) মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যাল্‌স অব অ্যাসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন	

আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যাদি সত্য এবং এতদ্‌সংগে উপস্থাপিত দলিলাদি সঠিক। আমি/আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, যদি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়, তবে আমি/আমরা যাবতীয় আইন-কানুন মেনে চলবো। প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই অনুমোদনের আওতায় কোন স্বত্ত্ব-সুবিধা আমি/আমরা অন্য কারো নিকট বিক্রি, বন্ধক বা অন্য কোনরূপে হস্তান্তর করবো না।

আমি/আমরা এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, এই অনুমোদন সংক্রান্ত কোন অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আমার/আমাদের অনুমোদন বাতিল করার সকল ক্ষমতা সংরক্ষণ করে, তবে শর্ত থাকে যে, সরকার এবং কোম্পানির মধ্যে উদ্ভূত কোন বিরোধ (যদি থাকে) এতদসংক্রান্ত অ্যাক্ট/রুল্‌স/রেগুলেশনের আওতায় নিষ্পত্তি করা হবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীল

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd